যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

বাগমারায় স্কুলের নিয়োগ নিয়ে তুলকালাম, আটক তিন ॥ থানা ঘেরাও

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ গোপনে নিয়োগ পাওয়া দুই শিক্ষকসহ তিনজনের স্কুলে যোগদানকে কেন্দ্র করে রাজশাহীর বাগমারার চকমহব্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটেছে। স্থানীয়দের বাধারমুখে তারা যোগদান করতে পারেননি। এ সময় স্থানীয়দের হামলায় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও তার দুই ছেলে আহত হয়েছেন। ঘটনার পর থেকে থানা ঘেরাও করে রেখেছে স্থানীয়রা। শনিবার সকাল থেকে এ ঘটনায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার মদদ দেয়ার অভিযোগে পুলিশ আওয়ামী লীগের গণিপুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির দুই সদস্যসহ তিনজনকে আটক করেছে। আটককৃতরা হলেন, উপজেলার গণিপুর ইউনিয়ন শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি হারুন অর রশিদ, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বাবুল হোসেন ও ইনতাজ আলী। এদিকে আটককৃতদের ছেড়ে দেয়ার দাবিতে এলাকার শতাধিক লোকজন থানা ঘেরাও করে রেখেছে। বিকেলে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত লোকজন সেখানেই অবস্থান করছিল।

এলাকাবাসী জানান, গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে শনিবার বিদ্যালয় খোলা হয়। তবে আগেই গোপনে নিয়োগ পাওয়া দুই শিক্ষক ও এক অফিস সহকারী বিদ্যালয়ে যোগদান করতে আসবেন জানতে পেরে পোড়াকয়া ও চকমহব্বতপুর গ্রামের সহস্রাধিক নারী ও পুরুষ বিদ্যালয় মাঠে জমায়েত হয়। সকাল নয়টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সদ্য নিয়োগ পাওয়া সহকারী শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, মাহাবুর রহমান ও অফিস সহকারী আমিরুল ইসলাম যোগদান করতে আসেন। এ সময় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে তাদের ধাওয়া দেন। ধাওয়া খেয়ে তারা পালিয়ে গেলেও প্রধান শিক্ষক আফসার আলীকে ধরে মারপিট শুরু করেন তারা। এ সময় তার দুই ছেলে আনোয়ার হোসেন ও সানোয়ার হোসেন এগিয়ে আসলে তাদেরও মারপিট করা হয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নায়েব আলী, সফির উদ্দিনসহ স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন, গোপনে তাদের অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা এ বিষয়ে কিছু না জানলেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসার আলী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আওয়ামী লীগের উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন।